



L'Oréal-এর পরে গ্রন্থাগার

L'Oréal-এর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, আমি এতদিন বাস করছিলাম Gillette-এর একটা ছাঁচের ভেতরে, আর সেটা আসল বাজারের সঙ্গে মেলে না — আর কোনোদিন যদি কোম্পানির গণ্ডির বাইরে গিয়ে পড়ি, দুনিয়ার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমি একেবারেই তৈরি থাকব না।

বাবা ফোন করে আমাকে দুপুরে খেতে ডাকলেন — বাড়িতে নয়, দেখা হবে বাইরে, যেন নিছক কাজের ব্যাপার, অথচ আসলে আমরা কাটাচ্ছিলাম আমাদের সেরা সময়টা, বাবা আর ছেলে আবার একে অপরকে খুঁজে পাচ্ছিল। তাঁর কথা খুব মনে পড়ে।

তাঁর কৌতূহল ছিল, এই পেশাগত অভিজ্ঞতার পরে আমার কেমন লাগছে — খুঁটিনাটি বা বিশদ বিবরণ তিনি চাননি, বরাবরই চাপা স্বভাবের মানুষ, কখনও প্রশ্ন করতেন না, শুধু শুনতেন আর হাসতেন।

তাকে বলেছিলাম, আমি পড়াশোনা করতে চাই — স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বরং একটা গ্রন্থাগারে ঢুকে, দিনের পর দিন, বইগুলো কী বলতে চায় তা ঘেঁটে দেখে।

তিনি খুশি হলেন, বললেন: সংস্কৃতি শুধু অভিজ্ঞতা থেকে আসে না — মনে রাখিস, ইতিহাস বারবার ফিরে ফিরে আসে, একই চক্র ঘুরেফিরে, তোকে শুধু একবার সেটা পড়ে নিতে হবে আর বুঝে নিতে হবে কীভাবে চলে।

অল্প কথা, কোনো নাটুকেপনা নয় — আজকের আমিও খানিকটা তা-ই। গ্লেশটা পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে, যে স্বভাব আসলে এসেছে আমার মাতামহের কাছ থেকে।

তবে যার সঙ্গে কথা বলছি তার মাপে আমাকে সবসময় ভাষা কেটেছে নিতে হবে, কারণ একটা জটিল শব্দ প্রায়ই সংস্কৃতির কোনো লক্ষণই নয় — তাতে শুধু তোমাকে শোনায় এক মূর্খ গাধার মতো, যে নিজেই জানে না কী ছাইপাঁশ বকছে।

ভেবেছিলাম মিলানে গিয়ে Kaiser-এর একটা ম্যানেজমেন্ট কোর্সে নাম লেখাব, কিন্তু ওরা চাইছিল 3,760,000 লিরা, আর পাঠ্যসূচিটা পড়ে দেখার পর আমার মনে হয়নি যে অত টাকা ঢালার মতো কিছু।

আমি চাইছিলাম অন্যদের জ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে যাচাই করে নিতে, আর কী করতে হবে তা পেয়েও গেলাম: একটা মার্চেন্ডাইজার কোর্স, যেখানে হাতেকলমে যা আগে থেকেই করি, তাকে তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে আরও ঘষেমেজে, আরও ভালো করে নিতে পারব।

সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টা ক্লাসের জন্য দিলাম 650,000 লিরা — তবে শেষমেশ কী দাঁড়াল, সেটা বলব পরের পর্বে।

শুধু একটা ভাবনা: সেই তখনই আমি টের পাচ্ছিলাম, আমার ভেতরে কিছু একটা ঠিকমতো কাজ করছে না, কিংবা হয়তো দিব্যি কাজ করছে, কিন্তু সেটা যে কী, ধরতে পারছিলাম না। পরে, লেখাই সবটা পরিস্কার করে দিল।

আমি ছিলাম এমন একজন, যার অস্তিত্ব কেউ আশাই করেনি — তবু, আমি কেউ একজন ছিলাম।

ফের্দিনান্দো